রওযা মোবারক যিয়ারতের ফযিলত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ رَوَاهُ دَارُ قُطْنِىْ

১। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি আমার রওযা মোবারক যিয়ারত করবে- তার জন্য সুপারিশ করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে"। (দারু কুতনী)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَنِىْ زَائِرًا لَاتَعْمَلُهٗ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِىْ كَانَ حَقًّا عَلَىَّ اَنْ اَكُوْنَ لَهٗ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِىْ مُعْجَمِهِ الْكَبِيْرِ ،

২। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি আমার সাথে দেখা করতে আসবে- অন্য কোন উদ্দেশ্য তাকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেনি- বরং আমার যিয়ারতই তার একমাত্র মূখ্য উদ্দেশ্য হবে- তাহলে কেয়ামতের দিনে তার জন্য সুপারিশকারী হওয়া আমার উপর অবশ্যই কর্তব্য হয়ে যাবে"। (তাবরানী শরীফ)
বিঃদ্রঃ যিয়ারত দু'ধরনের- রওযা মোবারক যিয়ারত করা ও নবীজীর সাথে যিয়ারত করা। উভয় প্রকারের মানুষই আছে। দুয়ের মধ্যে ব্যবধানও আছে। হযরত গাউসুল আযম (রাঃ) ৫০৯ হিজরীতে এবং হযরত সৈয়দ আহমদ রেফায়ী (রাঃ) ৫৫৫ হিজরীতে নবীজীর ডান হাতে চুমা দিয়েছিলেন। (হুসমুল মাকাসিদ-ইমাম সুয়ুতি)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ رَوَاهُ اِبْنُ النَّجَّارِ

৩। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি হজ্ব করে দেশে চলে যায়, আমার যিয়ারত করেনা- সে আমার উপর যুলুম করে"। (ইবনে নাজজার) হজ্ব করে বিনা যিয়ারতে চলে আসা হাজী নবীর উপর যুলুমকারী। সে হাজী নয়- পাঁজী।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِىْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِىْ جِوَارِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْعُقَيْلِىُّ

৪। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে আমার যিয়ারত করতে আসবে- "সে কেয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হবে"। (ওকায়লী)।

সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

বিঃদ্রঃ ২নং ও ৪ নং হাদীস দ্বারা যিয়ারত করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। মদিনা শরীফ যেতে হবে রওযা মোবারক যিয়ারতের নিয়তে এবং মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায়ের জন্য (আলমগীরী)